যুক্তি কী? (What is Reasoning)
আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত (Premise and Conclusion)

যুক্তি কাকে বলে? আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত

তর্কবিজ্ঞানের মূল আলোচ্যবিষয় হল যুক্তি। তাই যুক্তি কাকে বলে সে ধারণা আমাদের থাকা দরকার। যুক্তি হল কয়েকটি বচনের সমষ্টি, যেখানে এক বা একাধিক বচন থেকে একটি বচন নিঃসৃত হয়। 'যুক্তি' ও 'অনুমান' পদদুটি সাধারণভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

অনুমান হল এমন এক মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা জ্ঞাতসত্য (প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান) থেকে অজ্ঞাতসত্যে (সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষলব্ধ নয়) উপনীত হওয়া যায়। যেমন—দূরের পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে অনুমান করা যায় সেখানে আগুন রয়েছে।

যুক্তি হল অনুমানের ভাষায় প্রকাশিত রূপ। যেমন—

1. যদি ঐ পর্বত ধূমবান হয়, তাহলে ঐ পর্বতটি বহ্নিমান্ (আশ্রয়বাক্য)
   ঐ পর্বতটি হয় ধূমবান (আশ্রয়বাক্য)
   সুতরাং, ঐ পর্বতটি হয় বহ্নিমান (সিদ্ধান্ত)

   অথবা

2. সকল ধূমবান হয় বহ্নিমান—আশ্রয়বাক্য
   ঐ পর্বতটি হয় ধূমবান—আশ্রয়বাক্য
   সুতরাং, ঐ পর্বতটি হয় বহ্নিমান—সিদ্ধান্ত

দুটি যুক্তিতেই সিদ্ধান্ত হল "ঐ পর্বতটি হয় বহ্নিমান"। যে বচনের সত্যতা অন্য বচনের সত্যতার সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় তা হল **সিদ্ধান্ত (Conclusion)**। যে বচন বা বচনসমষ্টি থেকে অনুমান প্রক্রিয়া শুরু করে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাকে বা তাদের বলা হয় **আশ্রয়বাক্য (Premise)**। আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সঠিক সম্বন্ধ আছে কিনা অর্থাৎ আশ্রয়বাক্যগুলি সিদ্ধান্তের যথার্থ ভিত্তি কিনা তা নির্ণয় করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে যুক্তিবিজ্ঞান।

পূর্বে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে প্রথম যুক্তিটির আশ্রয়বাক্যগুলি হল—"যদি ঐ পর্বত ধূমবান হয় তাহলে ঐ পর্বতটি বহ্নিমান" এবং "ঐ পর্বতটি হয় ধূমবান"। দ্বিতীয় যুক্তিটির আশ্রয়বাক্যগুলি হল "সকল ধূমবান হয় বহ্নিমান" এবং "ঐ পর্বতটি হয় ধূমবান"।

বচন (Proposition) কী?

বচন হল যুক্তির অবয়ব, 'বচন' ও 'বাক্য' শব্দদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ ভাষায় যে বাক্য ব্যবহৃত হয় তার সাথে যুক্তিতে ব্যবহৃত বাক্যের বা বচনের তফাত আছে। বচন অর্থাৎ যুক্তির অবয়বরূপী বাক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে **বচন সত্য বা মিথ্যা হতে পারে**। সুতরাং যেসব বাক্যের সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কেবলমাত্র সেইসব বাক্যই বচন হতে পারে অর্থাৎ যুক্তির অবয়ব হতে পারে।

বাক্য বিভিন্নরকমের হতে পারে। যেমন—প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাজ্ঞাপক, ইচ্ছাজ্ঞাপক, আবেগজ্ঞাপক ও ঘোষক বা বর্ণনামূলক বাক্য। কেবল ঘোষক বাক্যই সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, কারণ এই প্রকার বাক্যই তথ্যজ্ঞাপক হয়। অন্যান্যপ্রকার বাক্যগুলি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। যেমন—"তুমি বাড়ি আছো

Scanned with CamScanner

কি?"—এই প্রশ্নবোধক বাক্য সত্য কি মিথ্যা কিনা এই প্রশ্ন ওঠে না। অন্যদিকে "সকল জবাফুল হয় লাল"—এইসব ঘোষক বাক্যের ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে বাক্যটি সত্য না মিথ্যা। সুতরাং এই ধরনের বাক্যেরই বচন হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। বচন হল এমন যাতে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়।

তাছাড়া, **বাক্যের বক্তব্যকে বচন বলা হয়।** দুটি বাক্য ভিন্ন হলেও তাদের বক্তব্য অভিন্ন হতে পারে অর্থাৎ ঐ বাক্যদুটি দ্বারা প্রকাশিত বচন অভিন্ন। যেমন—

It is raining

বৃষ্টি হচ্ছে

এই দুটি বাক্যের বক্তব্য অর্থাৎ বচন এক। বচন বলতে অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত রূপকে বোঝানো হয়। অবধারণ হল, দুটি ধারণার মধ্যে মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করা। যেমন—'গাছের পাতা হয় সবুজ' —এখানে গাছের পাতার ধারণা ও সবুজের ধারণার মধ্যে আমরা মনে মনে সম্পর্ক স্থাপন করে মিল প্রত্যক্ষ করি। একেই বলে অবধারণ। এই অবধারণকে যখন ভাষায় প্রকাশ করি, তখন আমরা বচন লাভ করি। আবার, "আকাশ নয় সবুজ" এখানে আকাশের ধারণা ও সবুজের ধারণা অমিল প্রত্যক্ষ করে যে অবধারণ পাই তাকে ভাষায় প্রকাশ করলে হয় বচন।

যুক্তির প্রকারভেদ ঃ অবরোহ ও আরোহ যুক্তি

প্রতিটি যুক্তির ক্ষেত্রে দাবি করা হয় যে আশ্রয়বাক্যটি অথবা আশ্রয়বাক্যগুলির সত্যতা সিদ্ধান্তের সত্যতার হেতু বা আশ্রয়বাক্যগুলি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। যুক্তি প্রধানত দুই প্রকার—অবরোহাত্মক (Deductive) এবং আরোহাত্মক (Inductive)। এই দুপ্রকার যুক্তির পার্থক্য নির্ভর করে যে বিষয়ের উপর সেটি হল আশ্রয়বাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত কীভাবে সমর্থিত হয় অথবা আশ্রয়বাক্যগুলি সিদ্ধান্ত থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় কিনা।

অবরোহ যুক্তির দাবি হল আশ্রয়বাক্য সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করে অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত সত্য হতে বাধ্য। অন্যদিকে আরোহ যুক্তিতে আশ্রয়বাক্য সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করে না। আশ্রয়বাক্য সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে মাত্র অর্থাৎ সিদ্ধান্তের সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে মাত্র, সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত নয়। আশ্রয়বাক্য সত্য হলেও সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে উভয়যুক্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়।

অবরোহ যুক্তি হল এমন যুক্তি যে যুক্তিতে এক বা একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। সিদ্ধান্ত কখনও আশ্রয়বাক্য থেকে ব্যাপকতর হয় না। যেমন—

সকল মানুষ হয় মরণশীল (আশ্রয়বাক্য)
সকল দার্শনিক হয় মানুষ (আশ্রয়বাক্য)
সুতরাং, সকল দার্শনিক হয় মরণশীল (সিদ্ধান্ত)

এই দৃষ্টান্তে দুটি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে। অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য দুটি সত্য হলে সিদ্ধান্তও সত্য হতে বাধ্য। আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত ব্যাপকতর হয় না বা অতিরিক্ত তথ্য দেয় না। সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। এখানে সিদ্ধান্ত "সকল দার্শনিক হয় মরণশীল" আশ্রয়বাক্য দুটিতে প্রচ্ছন্ন আছে।

অন্যদিকে, আরোহ যুক্তি হল এমন যুক্তি যে যুক্তিতে একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্তকে আশ্রয়বাক্য প্রমাণ করে না এবং সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে ব্যাপকতর হয় বা অতিরিক্ত

Scanned with CamScanner

তথ্য দান করে অর্থাৎ এমন তথ্য সিদ্ধান্তে থাকে যা আশ্রয়বাক্যে নেই। যেমন—

রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতির মৃত্যু হয়েছে।
(এবং কোনো অমর মানুষ দেখা যায়নি)
সুতরাং সকল মানুষ হয় মরণশীল।

এখানে আশ্রয়বাক্যে কয়েকজন সীমিত সংখ্যক মানুষকে মরণশীল দেখে অনুমান করা হয়েছে সকল মানুষের মরণশীলতা সম্বন্ধে যা আশ্রয়বাক্যে নিহিত নেই।

একটি অবরোহী যুক্তি দাবি করে যে তার আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত সত্য হবেই অর্থাৎ আশ্রয়বাক্যের সত্যতা সিদ্ধান্তের সত্যতার যথার্থ হেতু। সেই দাবি সঠিক হতে পারে, আবার ভ্রান্ত হতে পারে। যদি নির্ভুল হয়, তবে সেই যুক্তি বৈধ (Valid) বলে পরিগণিত হয়। আবার ভ্রান্ত হলে অবৈধ (Invalid) বলে গণ্য হয়। 'বৈধতা' কথাটি কেবল অবরোহ যুক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটি অবরোহ যুক্তি বৈধ হবে যদি তার আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত সত্য হতে বাধ্য হয়। বৈধ যুক্তি থেকে অবৈধ যুক্তিকে পৃথক করার জন্য যুগ যুগ ধরে তর্কবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।

অন্যদিকে আরোহ যুক্তি এই দাবি করে না যে তার আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত সত্য হতে বাধ্য। অর্থাৎ সিদ্ধান্তের সত্যতার সুনিশ্চয়তা আরোহ যুক্তির আশ্রয়বাক্যের সত্যতার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। আরোহ যুক্তির ক্ষেত্রে তাই 'বৈধতা' বা 'অবৈধতা' কথাগুলি প্রযোজ্য নয়। তর্কবিজ্ঞানীদের কাজ আরোহ যুক্তি সঠিক কিনা তা নির্ণয় করা। আরোহ যুক্তিতে সিদ্ধান্ত বেশি সম্ভাব্য বা কম সম্ভাব্য হয়ে থাকে। আরোহ যুক্তির উৎকর্ষ নির্ভর করে যুক্তিটির সম্ভাব্যতার মাত্রার উপর।

আরোহ ও অবরোহ অনুমানের অন্য একটি পার্থক্য হল আরোহ যুক্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নতুন তথ্যের দ্বারা অর্থাৎ নতুন দৃষ্টান্তের দ্বারা। যেমন—100 (একশ) জন মানুষকে মরণশীল প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত করা হল 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' আরও 10 (দশ) জন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি করবে। কিন্তু অবরোহ যুক্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নতুন বচন বা তথ্য সংযোজন করে যুক্তিটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলা যায় না অর্থাৎ বৈধতার কোনো মাত্রাভেদ নেই। অবরোহ যুক্তিতে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্পর্ককে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা হয় অথবা প্রমাণ করা যায় না। মধ্যবর্তী কোনো সম্ভাবনা না থাকায়, যুক্তির বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে নতুন তথ্যের বা নতুন বচনের কোনো অবদান নেই।

উপসংহারে বলা যায় যে, অবরোহ যুক্তি আশ্রয়বাক্যকে অতিক্রম করে না বা নতুন তথ্য দেয় না বলে বৈধ অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে আরোহ যুক্তিতে সিদ্ধান্ত সর্বদা আশ্রয়বাক্যকে অতিক্রম করে যায় বা নতুন তথ্য দেয় বলে সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত বা সম্ভাব্য হয়।

Scanned with CamScanner

২। অবরোহ যুক্তি ও আরোহ যুক্তি (Deductive Argument and Inductive Argument) :

যুক্তিকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—(ক) অবরোহ যুক্তি এবং (খ) আরোহ যুক্তি।

(ক) অবরোহ যুক্তি :

যে যুক্তিতে সিদ্ধান্তটি এক বা একাধিক হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় (বা নিঃসৃত হয় বলে দাবি করা হয়) এবং সিদ্ধান্তটি কখনই হেতুবাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হয় না, তাকে অবরোহ যুক্তি বলে। যেমন —

(১) সকল ছাত্র হয় ভারতীয় ছাত্র
রাম হয় একজন ছাত্র
∴ রাম হয় ভারতীয় ছাত্র।

(২) সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব
∴ কোনো কোনো মরণশীল জীব হয় মানুষ।

উপরের দুটি অবরোহ যুক্তিই সঙ্গত। কারণ দুটি ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে বেশি ব্যাপক নয়।

অবরোহ যুক্তির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য :

প্রথম বৈশিষ্ট্য : 'অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। 'সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়'—এ কথার মানে হল : হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না। এই জাতীয় যুক্তিতে সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাই এরূপ হতে পারে না যে : হেতুবাক্য সত্য, কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্য থেকে কখনই ব্যাপকতর হবে না। অর্থাৎ, অবরোহ

Scanned with CamScanner

যুক্তির সিদ্ধান্ত কখনই হেতুবাক্যকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। তাই অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্য থেকে **কম ব্যাপক বা সমব্যাপক হবে**, কিন্তু কখনই বেশি ব্যাপক হবে না। প্রদত্ত উদাহরণ দুটির কোনো সিদ্ধান্তই [(১) 'রাম হয় ভারতীয় ছাত্র' এবং (২) 'কোনো কোনো মরণশীল জীব হয় মানুষ'] তাদের সমর্থক হেতুবাক্য থেকে বেশি কথা বলেনি। উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে কম ব্যাপক।

অবশ্য অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপকতার দিক থেকে হেতুবাক্যের সমান ব্যাপক হতে পারে যেমন —

সকল মানুষ হয় বুদ্ধিমান জীব
∴ সকল বুদ্ধিমান জীব হয় মানুষ।

এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের সমব্যাপক।

(খ) আরোহ যুক্তি :

যে যুক্তিতে সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না, বরং সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যকে অতিক্রম করে যায় এবং সেজন্য সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকে, তাকে আরোহ যুক্তি বলে। এই জাতীয় যুক্তির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক সত্য বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন —

(১) রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি সব মানুষকেই মরতে দেখা গেছে,
(এবং আজ পর্যন্ত কোনো অমর মানুষ দেখা যায়নি)
∴ সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব।

(২) যত রাজহাঁস দেখা গেছে সেগুলি সব সাদা
(অন্যরূপ রাজহাঁস দেখা যায়নি)
∴ সব রাজহাঁস হয় সাদা।

(৩) যত কাক দেখা গেছে, তাদের প্রত্যেকটিই কালো
(অন্যরূপ কাক দেখা যায়নি)
∴ সব কাক হয় কালো।

উপরের তিনটি আরোহ যুক্তিই সঙ্গত, কেননা এই যুক্তিগুলির সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এইসব যুক্তির সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়নি, সেহেতু হেতুবাক্য সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করতে পারেনি। অর্থাৎ এইসব আরোহ যুক্তির ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে : **হেতুবাক্য সত্য, কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা।**

তা ছাড়া আরোহ যুক্তিতে সিদ্ধান্ত সব সময় হেতুবাক্যকে অতিক্রম করে যায়। অর্থাৎ এই জাতীয় যুক্তির সিদ্ধান্ত সব সময় হেতুবাক্যগুলির চেয়ে বেশি ব্যাপক হয়। এজন্য **আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত সব সময় সম্ভাব্য, সুনিশ্চিত নয়।** একথা সত্য যে রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতির মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু তা হলেও 'সব মানুষ মরণশীল জীব'—এই সিদ্ধান্ত সত্য নাও হতে পারে। এই কারণে আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে কিছুটা সংশয়ের অবকাশ থাকে।

উপরের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবরোহ ও আরোহ যুক্তির মধ্যে প্রধান কয়েকটি পার্থক্য উল্লেখ করতে পারি :

(১) অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। তাই এর সিদ্ধান্ত

Scanned with CamScanner

সুনিশ্চিত। এক্ষেত্রে হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না। অপরপক্ষে আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না। এজন্য এই যুক্তির ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে হেতুবাক্য সত্য, কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা।

(২) অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে ব্যাপকতর হয় না — এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যকে অতিক্রম করে যায় না। এজন্য অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। অপরপক্ষে, আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে সব সময় ব্যাপকতর হয় — এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সব সময় হেতুবাক্যগুলিকে অতিক্রম করে যায়। এজন্য আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য, সুনিশ্চিত নয়।

(৩) অবরোহ যুক্তিতে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা হল **প্রসক্তি সম্বন্ধ**। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের মধ্যেই নিহিত থাকে। এজন্য সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরপক্ষে, আরোহ যুক্তিতে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা হল **আপতিক সম্বন্ধ**। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যকে অতিক্রম করে যায় বলে সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

(৪) অবরোহ যুক্তিতে হেতুবাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বিচার করা হয় না— তাদের সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র যুক্তির আকারটি বৈধ কিনা, তাই বিচার করা হয় — হেতুবাক্যের **বস্তুগত সত্যতা** বিচার করা হয় না। কিন্তু আরোহ যুক্তিতে অভিজ্ঞতার সাহায্যে হেতুবাক্যের বস্তুগত সত্যতা বিচার করা হয়। এক্ষেত্রে বস্তুগত সত্যতার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে অবরোহ ও আরোহ যুক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। প্রতিটি যুক্তির লক্ষ্য হল : সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা ও তাকে প্রমাণ করা। আরোহ যুক্তির লক্ষ্য হল সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা এবং অবরোহ যুক্তির লক্ষ্য হল সেই সাধারণ নিয়মকে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই অবরোহ ও আরোহ যুক্তির মধ্যে নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই — এরা পৃথক হলেও পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

Scanned with CamScanner